বাইবেলে হযরত মুহাম্মদ (সা.)এর আগমনের শুভ সংবাদ

সরফরাজ এম, এ, সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

পথভ্রান্ত অধ:পতিত মানবজাতিকে সত্য সরল ও সঠিক পথে পরিচালিত করে একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে তুলে মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করার নিমিত্তে যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী রাসূল বা ভাববাদীগণের আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁদের সংখ্যা কারো মতে একলক্ষ চব্বিশ হাজার আবার কারো মতে দুই লক্ষ চব্বিশ হাজার। বিশ্বনবী মানবতার অগ্রদূত হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর আবির্ভাবের পূর্বে আল্লাহ্‌র বাণীবাহক এই সকল নবী রাসূলের মধ্যে হযরত ইব্রাহীম (আ.), হযরত মূসা (আ.), হযরত নূহ (আ.), হযরত দাউদ (আ.), হযরত ঈসা (আ.) এবং আরো কতিপয় নবী রাসূলের নাম পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখিত হয়েছে। উপরোক্ত নবী রাসূলগণের মধ্যে হযরত মূসা (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ তওরাত, হযরত দাউদ (আ.)-এর প্রতি অবতীর্ণ জবুর এবং ঈসা (আ.) এর প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল নামক গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছিল। তিনটি গ্রন্থই হিব্রু ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে। এই সকল গ্রন্থ বহুলাংশে পরিবর্তিত পরিবর্দ্ধিত ও বিকৃত হয়ে পুরাতন নিয়ম নামে বাইবেলের সাথে সংযুক্তাবস্থায় বিদ্যমান রয়েছে। মূলত: গ্রন্থগুলি হিব্রু ভাষায় হলেও বর্তমানে সেই হিব্রু ভাষা বলা কোন জন সমষ্টির সন্ধান পাওয়া যায় না। উপরোক্ত গ্রন্থত্রয় রূপান্তরিত পরিবর্দ্ধিত ও বিকৃত হওয়া সত্ত্বেও বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের ভবিষ্যদ্বাণী সেই সব গ্রন্থে পরিলক্ষিত হয়। নিম্নে তার বর্ণনা সংক্ষেপে প্রদত্ত হলো :-

"আর আমি ইসমাইলের বিষয়েও তোমার প্রার্থনা শুনিলাম; দেখ, আমি তাহাকে আশির্বাদ করিলাম এবং তাহাকে ফলবান করিয়া তাহার অতিশয় বংশবৃদ্ধি করিব, তাহা হইতে দ্বাদশ রাজা (ইমাম বানাতে) উৎপন্ন হইবে ও আমি তাহাকে বড় করিব।" (আদি পুস্তক ১৭ : ২০ শ্লোক) "আমি তোমার সহিতও পুরুষানুক্রমে তোমার ভাবি বংশের সহিত যে নিয়ম স্থাপন করিব তাহা চিরকালের নিয়ম হইবে।" (ঐ ৭ শ্লোক) "পুরুষানুক্রমে তোমাদের প্রতি প্রত্যেক পুত্র সন্তানের আট দিন বয়সে ত্বকছেদ হইবে।" (ঐ ১২ শ্লোক) উপরোক্ত শ্লোকে আল্লাহ্‌ তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আ.)কে জানিয়েছেন যে, আমি তোমার প্রার্থনা মঞ্জুর করলাম এবং তোমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ইসমাইলকে আশির্বাদ করলাম, তাঁর অতিশয় বংশ বৃদ্ধি করবো, তা থেকে দ্বাদশ রাজা (ইমাম বা নেতা) উৎপন্ন হবে এবং তার বংশাবলী বড় জাতিতে পরিণত হবে। বলাবাহুল্য যে, হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর আবির্ভাব হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) এর দ্বারা সে হযরত ইসমাইল (আ.) এর বংশধরগণ দুনিয়ার বুকে বড় বা গৌরবময় জাতি বলে গণ্য হয়েছে ইসলামের গৌরবময় ইতিহাস যার জ্বলন্ত সাক্ষী প্রমাণ বহন করছে। আর পুরুষানুক্রমে চিরস্থায়ী নিয়ম পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করার কথা উল্লেখ থাকলেও বর্তমানে মুষ্টিমেয় ইহুদীগণ আর হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারী মুসলমান জাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতি ত্বকচ্ছেদ করে না।

"সদাপ্রভু তোমার ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিবেন, তাঁহারই বাক্য অনুধাবন করিবে আমি তাহাদের জন্য তাহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদীকে উৎপন্ন করিব তাহার মুখে আমার বাক্য দিব, আমি তাহাকে যে যে আজ্ঞা করিব, তাহা তিনি উহাদিগকে কহিবেন" (তওরাত, ৫ পুস্তক ১৫-১৮শ্লোক) বনি ইসরাইলের ভ্রাতা বলতে যে বনি ইসমাইল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বনী ইসরাইলের ভ্রাতাগণের মধ্য থেকে হযরত মূসা (আ.) এর সদৃশ একজন ভাববাদী প্রেরণের ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। এই বাক্যদ্বয় দ্বারা মানব মুকুট হযরত মুহাম্মদ (সা.) ব্যতীত আর কেহই নহেন। এ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, "কিন্তু মূসার তুল্য কোন ভাববাদী বনি ইসরাইলে আর উৎপন্ন হইবে না।" (তওরাত ৫ম পুস্তক ৩৪ অধ্যায় ২০ শ্লোক)

অতএব স্পষ্টত: বুঝা গেল যে, তিনি যে বনি ইসরাইলের ভ্রাতা বনি ইসমাইলের মধ্যেই আবির্ভূত হবেন এ বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইল না। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর জীবনী এবং হযরত মূসা (আ.) এর জীবনী নিয়ে একটু ধীর স্থির ভাবে আলোচনা করলে উভয়ের মধ্যে সৌসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন, হযরত মূসা (আ.) একজন শরীয়তধারী নবী ছিলেন তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) শরীয়তধারী নবী, হযরত মূসা (আ.) এর শরীয়তের মাঝে যেমন নবী রাসূলের আবির্ভাব হয়েছে তদ্রূপ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শরীয়তের অধীনে উম্মতী নবীর আবির্ভাব হবে। পার্থক্য এই যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) সর্বশেষ শরীয়তধারী নবী। তাঁর মাধ্যমে আল্লাহ্‌ তাআলা শরীয়তকে পূর্ণ করেছেন। তাঁর অনুগমনে তাঁতে বিলীন হয়ে উম্মতী নবী ব্যতীত রোজ কিয়ামত পর্যন্ত শরীয়তধারী কোন নবী রাসূলেরই আগমন হবে না। এই অর্থে তিনি শেষ নবী, খাতামান্নাবীঈন। মদীনার আদি নাম ছিল ইয়াস্রেব। জানা যায় যে, ইয়াস্রেব নামক জনৈক ব্যক্তি কর্তৃক এই নগরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। হযরত মূসা (আ.) এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) উভয়েই শত্রুগণের নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে জন্মভূমি থেকে হিজরত করে মদীনা নগরীতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। হযরত মূসা (আ.) আশ্রয় নিয়েছিলেন ইয়াস্রেবের গৃহে এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন সেই বংশের অধ:স্তন পুরুষ আবু আইউবের গৃহে। এইরূপে মূসা (আ.) এর সাথে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

"এবং সে কহিল সদাপ্রভু সিনাই হইতে প্রকাশ হইলেন, আর সিদির হইতে আপন জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন, এবং পারান পর্বত হইতে তাহাদের প্রতি উদিত হইলেন, তিনি ডান হস্তে উজ্জল বিধান (শরীয়ত) এবং সহস্র সহস্র পবিত্র ব্যক্তিগণ তাঁহার সঙ্গী হইবেন।" (তওরাত, ৫ম পুস্তক ১৩ : ১ম শ্লোক) সদাপ্রভু সিনাই হইতে আসিলেন, তিনি সিদির হইতে আসিলেন ইহার অর্থ গ্রীক ভাষায় বিধান। তিনি পারান হইতে আপন জ্যোতিঃ প্রকাশ করিলেন, ইহার অর্থ আরবী ভাষায় বিধান অর্থাৎ ঐশী গ্রন্থ পবিত্র কুরআনকে বুঝাচ্ছে। পারান পর্বতটি স্পষ্টভাবে আরবীয়গণকে বনি ইসমাইল বুঝাচ্ছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) যখন মক্কা জয় করেন তখন তাঁর সাথে দশ সহস্র ভক্তবৃন্দ ছিলেন।

"আমার প্রিয়তম শ্বেত ও রক্তবর্ণ তিনি দশ সহস্রের মধ্যে অগ্রগণ্য, তাঁহার মস্তক নির্মল সুবর্ণের ন্যায় তাঁহার কেশ গুচ্ছ কুঞ্চিত ও দাঁড় কাকের ন্যায় কৃষ্ণ বর্ণ। তাঁহার নেত্র যুগল জলপ্রণালীর ধারোস্থিত দুগ্ধেতে স্নাত ও পায়:পূর্ণ স্থানে উপবিষ্ট কপোতদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার গন্ডদেশ সুগন্ধী ঔষধীর চৌকা ও অবশাদকারী লতার স্তম্ভ স্বরূপ তাঁহার ওষ্ঠধর দ্রব-গন্ধ-রস ক্ষরণকারী শোষণ পুষ্পের ন্যায়। তাঁহার হস্তদ্বয় বৈদুর্য মনিতে খচিত সুবর্ণের অঙ্গুরীয় স্বরূপ। তাঁহার নীলকান্ত মনিতে খচিত হস্তীদন্ত শিল্পকার্যের ন্যায়। তাঁহার উরুদ্বয় সুবর্ণ বসান শ্বেত প্রস্তরের স্তম্ভদ্বয়ের ন্যায়। তাঁহার দৃশ্য লিবালনের সদৃশ এরূপ বৃক্ষের ন্যায় উৎকৃষ্ট। তাঁহার বাক্য অতি মধুর, হ্যাঁ তিনি সর্বোতভাবে মনোহর (চির প্রশংসিত) অয়ি যিরূযালেমের কন্যাগণ, এই আমার প্রিয় এই আমার সখা।" (পরম গীত, ৫ : ১০-১৫) হযরত সোলায়মান (আ.) এর কবি সুলভ বর্ণনা তাঁর প্রিয় জনের যে স্বরূপ বর্ণনা করেছেন, তার অধিকাংশই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর সাথে মিলে যায়। বিশেষ করে উল্লিখিত শ্লোকের শেষাংশে স্পষ্টভাবে হযরত মুহাম্মদ (সা.) নামোল্লেখ আছে, কিন্তু বর্তমান বাইবেলে হিব্রু 'মুহাম্মদীম' শব্দটি মনোহর শব্দ দ্বারা অনুদিত হয়েছে। সেখানে হিব্রু মুহাম্মদীম শব্দটি প্রশংসিত হওয়া উচিত ছিল সেখানে খ্রীষ্টান অনুবাদকগণ বিভ্রান্তিতে নিপতিত হয়ে ভুলবশতই হউক অথবা দুরভিসন্ধি মূলক ভাবেই হউক মনোহর করেছেন।

"এবং আমি সব জাতিকে কম্পমান করিব, সর্ব জাতির মনোরঞ্জন পাত্র আসিবে এবং আমি এই গৃহ প্রতাপে পূর্ণ করিব। ইহাই সেনাবাহিনীর প্রভু কহিলেন।" (হগয় ২৪ : ১৭ শ্লোক) হযরত হগয়ের প্রতি অবতীর্ণ উপরোক্ত ঐশীবাণীটি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী। কেননা তিনি কোন জাতি কোন দেশ কিংবা কোন দলের নবী নহেন। তিনি রহমাতুল্লিল আলামীন। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য নবী।

সুপ্রিয় পাঠক! এখন আমরা Old Testament অর্থাৎ পুরাতন নিয়মের বাইবেল থেকে হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাব সম্পর্কীয় ভবিষ্যদ্বাণী সমূহ আলোচনা করবো। "তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা পালন করিবে। আর আমি পিতার নিকট মিনতি করিব, তাহাতে পিতা আর একজন সহায় বা শান্তিকর্তা (comforter) তোমাদিগকে দিবেন, যিনি চিরকাল তোমাদের সহিত থাকিবেন।" (যোহন ১৪ : ১৫-১৭)

"কিন্তু সেই সহায় পবিত্র আত্মা, যাঁহাকে পিতা আমার নামে পাঠাইয়া দিবেন, তিনি সকল বিষয় তোমাদিগকে শিক্ষা দিবেন এবং আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা বলিয়াছি তৎসমূদয় তোমাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিবেন।" (ঐ ২৬-২৭)

"আর আমি ঘটিবার পূর্বেই তোমাদিগকে ইহা বলিলাম যেন ঘটিবার পর তোমরা বিশ্বাস কর। আর তোমাদের সহিত বিস্তর কথা বলিব না কারণ জগতের অধিপতি (শান্তিবার্তা) আসিতেছেন। আমাতে তাঁহার কিছুই নাই কিন্তু জগত যেন জ্ঞাত হয়, আমি পিতাকে প্রেম করি এবং পিতা আমাকে আজ্ঞা দিয়াছেন তদ্রূপ করি।" (ঐ ২৯-৩১) উপরোক্ত শ্লোকে শান্তিকর্তা শব্দ দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)কে বুঝাচ্ছে, কারণ তাঁর প্রবর্তিত ধর্মের নামই ইসলাম বা শান্তি।

কিন্তু সেই সহায় শান্তি কর্তা যাঁহাকে পিতার নিকট হইতে তোমাদের নিকট প্রেরণ করিব, সেইরূপ আত্মা যিনি পিতার নিকট হইতে আগমন করিবেন, তিনি যখন আসিবেন, তখন আমার বিষয় সাক্ষ্য দিবেন। আমরাও সাক্ষী, আর তোমরা প্রথম হইতে আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ।" (ঐ ২৬-২৭)

"তথাপি আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার যাওয়া তোমাদের পক্ষে ভাল, কারণ আমি না গেলে সেই সহায় তোমাদের নিকটে আসিবেন না, কিন্তু আমি যদি যাই, তবে তোমাদের নিকটে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিব।" (ঐ ৭-৮)

"তোমাদিগকে বলিবার আরও অনেক কথা আছে কিন্তু তোমরা এমন যে সে সকল কথা সহ্য করিতে পারিবে না। পরন্তু সেই সত্য স্বরূপ আত্মা যখন আসিবেন তখন পথ দেখাইয়া সমস্ত সত্যে লইয়া যাইবেন কারণ তিনি আপনা হইতে কিছু বলিবেন না, কিন্তু যাহা যাহা শুনেন তাহাই বলিবেন এবং তোমাদিগকে ভবিষ্যৎ ঘটনাও জ্ঞাত করাইবেন, তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন।" (ঐ ১২-১৪)

ইসলাম শান্তি নিরাপত্তা ও বিশ্বজনীন মানবতার ধর্ম। শান্তির এই ধর্ম প্রবর্তন এবং তদ্বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে শান্তির অগ্রদূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.) শান্তিকর্তারূপে অভিহিত হয়েছেন। তাঁর এই শিক্ষা রোজ কিয়ামত পর্যন্ত চিরকাল অবিচল থাকবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-ই দৃঢ়ভাবে সাক্ষ্য প্রমাণ দিয়ে বলেছেন মরিয়ম পুত্র যীশু (ঈসা আ.) আল্লাহ্ তাআলার প্রেরিত একজন সত্যবাদী নবী ছিলেন। তিনি আপন থেকে কিছু বলতেন না। আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে ঐশী বাণী প্রাপ্ত হয়ে লোক সমাজে প্রচার করতেন। তিনি যা শুনতেন তাই বলতেন।

"এবং দেখ, আমার পিতা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন তাহা আমি তোমাদের নিকট পাঠাইয়া দিব। অতএব তোমরা মানব উর্দ্ধ হতে প্রভাব রূপ সজ্জা পরিহিত না হও, তাবৎ যেরুযালেম নগরে বসতি করতে থাক।" (লুক, ২৪ : ৪৯)

লুকের উপরোক্ত বাক্য দ্বারা মানব কুল শ্রেষ্ঠ হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবেরই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। কেননা হযরত মুহাম্মদ (সা.) আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত জেরুজালেম নগরীই সর্বাপেক্ষা সম্মানিত নগরী ছিল। জেরুজালেমকে কেবলা করেই সকলে উপাসনা করতো। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আবির্ভাবের পর জেরুজালেমের

এই গৌরব খর্ব হয় এবং তার পরিবর্তে মক্কানগরী কেবলা নির্দিষ্ট হয়। মানব মুকুট হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর শিক্ষা ব্যাপক। সর্ব যুগ, সর্ব দেশ, সর্ব জাতি, সব বর্ণের জন্য। তিনি অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের চির জীবন্ত মুর্তিমান আদর্শ। তাঁর শিক্ষা মেনে চললে জগতের সমূদয় মহামানবের শিক্ষা মেনে চলা হয়। তাঁর তুল্য আদর্শ ধর্ম, জাতি সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন কেউই করতে পারে নাই, পারবেও না। দুর্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার অবিচার, জুলুম নির্যাতন, মানুষে মানুষে হিংসা বিদ্বেষ ঝগড়া কলহ দলাদলি রেষা রেষি মারামারি খুন খারাবি এই সমস্ত ধর্মীয় গ্লানি যাবতীয় কলুষ কুসংস্কার ও অশান্তি বিদূরিত করে শান্তি সত্য একতা সাম্য মুক্তি স্বাধীনতা মানুষ পরস্পর ভাই ভাই এই মহা সত্য বাস্তবে কাজে কর্মে আচার আচরণে পরিণত করে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে একতা ও ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করে এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্ তাআলার উপাসনা দ্বারা জগতে শান্তি ও সুখের স্বর্গ রাজ্য কায়েম করাই মহানবী জগতগুরু হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আগমনের উদ্দেশ্য।

বর্তমান মুসলমান জাতির অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধ করছি যে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) ইসলাম বা শান্তির ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, কিন্তু প্রচার কার্যের দ্বারা সমগ্র বিশ্ববাসীকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এনে যেতে পারেন নি। এই গুরু দায়িত্ব অর্পিত ছিল মুসলমান জাতি বিশেষ করে নায়েবে রাসূলের দাবীদার আলেম ওলেমা মুফতী মওলানাগণের স্কন্ধে। নায়েবে রাসূলের দাবীদারগণ দুনিয়ার লোভ লালসা কামনা বাসনায় মত্ত হয়ে মসনদ লাভের মোহে কুরআন করীমে বর্ণিত আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ আল্লাহ্‌র রজ্জুকে শক্ত ভাবে ধারন করার পরিবর্তে দল ও উপদলে বিভক্ত হয়েছে। আল্লাহ্ তাআলার এইরূপ কঠোর নির্দেশকে অমান্য ও অস্বীকার করে নিজ নিজ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারের দরজায় তালা লাগিয়ে ইসলামকে প্রাণহীন দেহে পরিণত করে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমের ঘরে অচেতন অবস্থায় আছেন ।

এই অবস্থায়, আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী সঠিক সময়ে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) কে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আ.) রূপে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত নামে এক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে বিশ্বব্যাপী ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে শতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমান জাতিকে ঐক্যের ডাক দিলেন তাঁরই প্রতিষ্ঠিত একমাত্র আহমদীয়া জামা'তের প্রচারকগণই নিজেদের জীবন আল্লাহ্‌র পথে কুরবানী বা ত্যাগ করে বিশ্বের প্রান্তে প্রান্তে ইসলামের সুমহান বাণী প্রচারের মাধ্যমে অমুসলমানগণকে মুসলমান বানানোর কাজে দিবানিশি নিমগ্ন। তাঁদেরই অক্লান্ত পরিশ্রম ও ত্যাগের ফলে ইহুদী খৃষ্টান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে এসে সমবেত হচ্ছে। সেদিন বেশী দূরে নয় বরং অতি নিকটে যেদিন সারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় পতাকা পত্ পত্ করে উড়বে। মহান আল্লাহ্ শীঘ্রই এমন দিন দেখার সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।